জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

গঠনতন্ত্র

Official Constitution Edition

পাঠ-সম্পাদিত ও পুনর্বিন্যাসিত সংস্করণ © NCP Diaspora Alliance Germany

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রস্তাবনা:

হাজার বছরের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বঙ্গীয় বদ্বীপের জনগোষ্ঠী হিসেবে এক সমৃদ্ধ ও স্বকীয় সংস্কৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে, যা এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূরণের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। তবে শোষণ ও বৈষম্য থেকে এ দেশের গণমানুষের মুক্তি মেলেনি। ধর্মীয় জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হলেও বাঙালিদের উপর চলতে থাকে এক প্রকার ঔপনিবেশিক শাসন এবং তা জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে প্রকট করে তোলে। আর এই সংকট থেকে মুক্তির জন্যই শুরু হয়েছিল বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই, আত্মপরিচয়ের লড়াই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সেই সংগ্রামের প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ, যা পরবর্তীতে ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়, যা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে একটি জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামকে বিজয়ে পরিণত করে। এই সমস্ত আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ, যার প্রতিটি ধাপে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ছিল নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকারসমেত একটি মুক্ত, সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের জনগণকে বারবার গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৯০ সালে ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সামরিক স্বৈরাচারকে হটিয়েছে। তথাপি, স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়েও গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে—এমন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বরং বিগত ২০০৯-২০২৪ এই ১৫ বছর দেশে একটি নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতাসীন পার্টির স্বার্থে বেপরোয়া ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও অর্থ পাচারকে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে পরিণত করা হয়েছে।

সর্বশেষ, দেড় দশকের দলীয় লুটপাট, গণতন্ত্র হত্যা এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে জমে ওঠা জনরোষ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অভূতপূর্ব এক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যেখানে লাখো তরুণ রাস্তায় নেমে এসে ‘এক দফা—ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার পতন’ ঘোষণা করে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেশের সর্বস্তরের জনগণ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের প্রত্যয় ঘোষণা করে। কিন্তু হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই নতুন স্বাধীনতা কেবল একটি সরকারের পতন নয়, বরং তা ছিল একটি ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের চাপা ক্ষোভের উদ্গিরণ, রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস জনগণ—এই মৌলিক সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করেই ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক মানিক মিয়া এভিনিউতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আত্মপ্রকাশ করে একটি গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুশাসনভিত্তিক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। এর মূল লক্ষ্য হলো জনগণের ক্ষমতায়ন, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা।

এনসিপি বিশ্বাস করে যে একটি দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র, প্রকৃত গণতন্ত্র, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া জাতির কাঙ্ক্ষিত প্রগতি অসম্ভব। এনসিপি আরও বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ, তাই এই পার্টি দলীয় স্বার্থ নয়, জনস্বার্থে কাজ করবে; ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য রাজনীতি করবে। সেই সাথে তিনটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ—১৯৪৭, ১৯৭১ এবং ২০২৪—রয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

১৯৪৭ আমাদের রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যয়ের শুরু,

১৯৭১ আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ,

আর ২০২৪ আমাদের নতুন রাষ্ট্রভাষ্য নির্মাণের সুযোগ।

এনসিপি বিশ্বাস করে, এই তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়কে একসূত্রে গেঁথে একটি বিকল্প গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনই সময়ের দাবি। ২০২৪ সালের আন্দোলন যেমন একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি জাতীয় নাগরিক পার্টি সেই বাস্তবতাকে ধারণ করে একটি জনগণকেন্দ্রিক, বিকেন্দ্রীকৃত, ন্যায়ভিত্তিক, তরুণ নেতৃত্বনির্ভর ও প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে রাষ্ট্র নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো, নেতৃত্ব, সদস্যপদ, নীতিমালাসহ অন্যান্য বিধি নির্ধারণ করা হলো, যাতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে, জনগণের অংশগ্রহণে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বনির্ভর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায় ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথ তৈরি হয়। একই সাথে গণতন্ত্রের পথ সুসংহত করে জনগণকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রে এনে ‘বাংলাদেশ ২.০’ গঠনে জাতীয় নাগরিক পার্টি যেন কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ১ - সাধারণ বিধান

১.১. নাম ও পরিচয়

১.১.১. এই পার্টির নাম হবে বাংলায় “জাতীয় নাগরিক পার্টি” এবং ইংরেজিতে “National Citizen Party”। সংক্ষেপে পার্টির নাম বাংলায় “এনসিপি” ও ইংরেজিতে “NCP” হবে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক পার্টি, যা গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১.২. লোগো

১.২.১. এনসিপি-এর লোগো হবে

১.৩. পতাকা

১.৩.১. এনসিপি-এর পতাকা হবে

১.৪. প্রতীক

১.৪.১. এনসিপি-এর প্রতীক হবে

১.৫. প্রধান কার্যালয়

১.৫.১. এনসিপি-এর প্রধান কার্যালয় হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়।

১.৬. সংজ্ঞা

১.৬.১. বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এই গঠনতন্ত্রে—

(ক) “ওয়ার্ড”, “ইউনিয়ন”, “উপজেলা/থানা”, “পৌরসভা”, “মহানগর”—এই শব্দগুলোর অর্থ প্রচলিত আইন বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(খ) “জেলা” অর্থ প্রশাসনিক জেলা, যদি না দলীয় গঠনতন্ত্রে অন্যথায় উল্লেখ করা থাকে।

(গ) “পার্টি” শব্দের অর্থ “জাতীয় নাগরিক পার্টি”।

(ঘ) “সদস্য”—এর অর্থ পার্টির প্রাথমিক সদস্য, যদি “কমিটি”র ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার না করা হয়।

© NCP Diaspora Alliance Germany

(ঙ) "পলিটিকাল কাউন্সিল" অর্থ দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বডি।

(চ) "কার্যকরী পরিষদ" অর্থ —

১.৭. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.৭.১. জাতীয় নাগরিক পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—

১. একটি শক্তিশালী, অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মতপ্রকাশ, ভোটাধিকার ও সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে।

২. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন, যেখানে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে।

৩. দুর্নীতি ও অপচয়মুক্ত, দক্ষ, স্বচ্ছ এবং নাগরিক-সেবামুখী একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. আইন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের শাসন প্রতিষ্ঠা করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

৫. সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবননির্ভর রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা।

৬. ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল স্তরে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

৭. এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা।

১.৮. কর্মসূচি

১.৮.১. স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রক্ষা

১.৮.১.১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত ও সুসংহত করা জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)-এর মূল কর্মসূচি। এবং এই লক্ষ্য পূরণে জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যের মাধ্যমে কাজ করে যাবে পার্টি।

১.৮.২. জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১.৮.১.২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP) জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে পার্টি। একইসাথে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণমূলক কাঠামো তৈরি করতেও কাজ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP), যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মতামত গুরুত্ব পাবে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতেও কাজ করে যাবে পার্টি।

১.৮.৩. দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন

১.৮.১.৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP) প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে সাথে যে কোনো প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। একই সাথে পার্টির অভ্যন্তরেও এই নীতির কঠোর প্রয়োগ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)। দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে এ পার্টি। পার্টি বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সত্যিকারের নির্দলীয় নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায়ও বদ্ধপরিকর, যার মাধ্যমেই আসলে সত্যিকারভাবে দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে।

১.৮.৪. সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

© NCP Diaspora Alliance Germany

১.৮.১.৪. জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP) প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য বদ্ধপরিকর। চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক অধিকারসহ জনগণের সকল অধিকার সুরক্ষায় পার্টি অঙ্গীকারবদ্ধ। কৃষক, শ্রমিক, প্রান্তিক ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায়ও কাজ করে যাবে এই পার্টি। সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে সকল নাগরিক সমান এবং সকলেই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখে—এই মন্ত্র সামনে রেখেই কর্মপদ্ধতি ঠিক করবে পার্টি।

১.৮.৫. শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তিনির্ভর টেকসই উন্নয়ন

১.৮.১.৫. যুগোপযোগী, গবেষণাভিত্তিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সুশিক্ষিত জাতি গঠনে কাজ করে যাবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)। একই সাথে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করবে এই পার্টি। তরুণদের জন্য উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নমূলক নীতিও গ্রহণ করবে পার্টি। সেই সাথে প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের স্বার্থেও নীতি গ্রহণ ও কাজ করবে পার্টি।

১.৮.৬. নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষা

১.৮.১.৬. গুম, খুন, রাজনৈতিক হয়রানি ও বিচারবহির্ভূত হত্যার স্থায়ী অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)। মানবাধিকার রক্ষা এবং পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের সেবক ও রক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে পার্টি। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিশ্চিত করাই পার্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১.৮.৭. স্বনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন

১.৮.১.৭. রপ্তানিমুখী শিল্প, কৃষি ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)-এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গঠন, অন্যায্য সিন্ডিকেট ও মুনাফাখোর লুটেরা শ্রেণির আধিপত্য দূর করে একটি ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও কাজ করে যাবে পার্টি।

১.৮.৮. নতুন প্রজন্মের জন্য "বাংলাদেশ ২.০" রূপকল্প

১.৮.১.৮. একটি তরুণ নেতৃত্বাধীন, উদ্ভাবনী ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (NCP)। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজকাঠামো নির্মাণ করা পার্টির অঙ্গীকার, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। একইসাথে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যেও নিরলস কাজ করে যাবে পার্টি।

১.৯. গঠনতন্ত্রের বিধানাবলীর প্রয়োগ

গঠনতন্ত্রের বিধানসমূহ পার্টির প্রাথমিক সদস্য থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পদে আসীন পর্যন্ত সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে। একইভাবে পার্টির অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের জন্যও গঠনতন্ত্রের বিধানসমূহ সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ২ - নেতৃত্ব

২.১. লিডার

২.১.১. পার্টির লিডার একজন হবেন এবং তিনি পার্টির সর্বোচ্চ নেতা।

২.১.২. লিডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২.১.২.১. তিনি পার্টির আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনার ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করবেন। পার্টির গঠনতন্ত্র ও মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক নীতিমালার রূপরেখা নির্ধারণ, কৌশল নির্ধারণ, নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দেবেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পার্টির অবস্থান নির্ধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন।

২.১.২.২. লিডার সকল নীতিগত, সাংগঠনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পলিটিকাল কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২.১.২.৩. তিনি পার্টির পলিটিকাল কাউন্সিল, এক্সিকিউটিভ বডি, ন্যাশনাল কাউন্সিল, জরুরি অধিবেশন ও যে কোনো অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহ্বান করতে পারবেন। সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে তার একটি কাস্টিং ভোট থাকবে।

২.১.২.৪. দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায়, জরুরি অবস্থায় বা সংকটকালে লিডার একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তবে তা পরবর্তীতে পলিটিকাল কাউন্সিলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

২.১.২.৫. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বক্তব্য প্রদান করবেন। রাজনৈতিক বা সামাজিক সংলাপ, জোট গঠন বা কূটনৈতিক আলোচনায় লিডার পার্টিকে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২.১.২.৬. লিডার সার্বিকভাবে দলীয় কার্যক্রম, সাংগঠনিক সেল, শাখা ও অঙ্গসংগঠনসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবেন।

২.১.২.৭. লিডার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ কোনো কাজে বা বৈঠকে বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি করতে পারবেন। পার্টির সেক্রেটারিমণ্ডলী ও বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়োগে অনুমোদনের ক্ষমতা রাখবেন।

২.১.২.৮. নবীন নেতৃত্ব গঠনের জন্য রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টিতে সক্রিয় থাকবেন। নতুন লিডার পার্টির আদর্শিক ও সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

২.১.২.৯. পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ও দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা উপস্থাপন করবেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন।

২.১.৩. সরকার গঠনের পর লিডারের ভূমিকা

২.১.৫.১. যদি পার্টি সরকার গঠন করে, সে ক্ষেত্রে লিডার নিজ পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন, যাতে সরকার ও পার্টি আলাদা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকতে পারে।

২.১.৫.২. সরকার গঠনের কারণে পদ ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি পলিটিকাল কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দলে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করবেন, তবে কার্যনির্বাহী ক্ষমতায় থাকবেন না। শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে পলিটিকাল কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা একজন বৃদ্ধি করা হবে।

২.১.৪. লিডারের পদ শূন্য হলে করণীয়

২.১.৬.১. লিডারের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, বা অপসারণের কারণে শূন্য হলে, ডেপুটি লিডার নতুন লিডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং কমিটির মেয়াদ পূর্ণ করবেন।

২.১.৫. অপসারণ পদ্ধতি

২.১.৭.১. লিডারকে নিম্নলিখিত কারণগুলোর যেকোনো একটির ভিত্তিতে অপসারণযোগ্য বিবেচনা করা যাবে:

২.১.৭.১.১. পার্টির নীতিমালা, আদর্শ বা গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে।

২.১.৭.১.২. পার্টিবিরোধী ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য বা বাহ্যিক শক্তির প্রভাব মেনে নিলে।

২.১.৭.১.৩. দলীয় দায়িত্ব পালনে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দুর্বল নেতৃত্ব, বা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে।

২.১.৭.১.৪. অর্থনৈতিক দুর্নীতি, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি বা ব্যক্তি/গোষ্ঠীস্বার্থে পদ ব্যবহার করলে।

২.১.৭.১.৫. কোনো গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হলে।

২.১.৬. অপসারণের প্রক্রিয়া

২.১.৮.১. ন্যাশনাল কাউন্সিলের কমপক্ষে ১৫% সদস্য লিখিতভাবে ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ দাখিল করলে অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২.১.৮.২. পলিটিকাল কাউন্সিল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে, যা সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ তদন্ত করবে এবং প্রতিবেদন জমা দেবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

২.১.৮.৩. অভিযুক্তকে লিখিত বা মৌখিক আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

২.১.৮.৪. তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠকে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২.১.৮.৫. এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও কার্যকর বলে গণ্য হবে।

২.২. ডেপুটি লিডার

২.৩.১. পার্টির একজন ডেপুটি লিডার থাকবেন এবং তিনি হবেন পার্টির প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

২.৩.২. ডেপুটি লিডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২.৩.২.১. ডেপুটি লিডার পার্টির সকল কাঠামো, ইউনিট, বিভাগ ও শাখার কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করবেন। পলিটিকাল কাউন্সিল ও লিডারের নির্দেশনার আলোকে তিনি নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৩.২.২. পার্টির গঠনতন্ত্র, মূলনীতি, কৌশলপত্র এবং পলিটিকাল কাউন্সিল ও ন্যাশনাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ, দায়িত্ব বণ্টন ও অগ্রগতি তদারকি করবেন। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারিদের দায়িত্ব বণ্টন করবেন এবং তাদের কাছ থেকে কাজের রিপোর্ট চাইবেন।

২.৩.২.৩. দলীয় দপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী নিয়োগ ও তদারকি, অফিস চলমান রাখা, দলীয় নথিপত্র ও চিঠিপত্র নিয়ন্ত্রণ—এসব তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দপ্তরের জন্য সময়সূচি, কর্তব্য বিভাজন ও কার্যনির্বাহী গাইডলাইন তৈরি করবেন।

২.৩.২.৪. সভা আহ্বান, তারিখ নির্ধারণ, কার্যসূচি প্রণয়ন, সদস্যদের নোটিশ প্রেরণ, আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ, সভার সঞ্চালন সহায়তা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করবেন।

২.৩.২.৫. প্রচার, অর্থ, আইন, তথ্য, অঙ্গসংগঠনসহ সকল সেক্রেটারি ও বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে নিয়মিত অগ্রগতি রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন এবং তা বিশ্লেষণ করে লিডার ও পলিটিকাল কাউন্সিলকে অবহিত করবেন।

২.৩.২.৬. জেলা, উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম, সদস্য সংখ্যা, ইভেন্ট কার্যক্রম, দুর্বলতা বা স্থবিরতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বা সুপারিশ করবেন।

২.৩.২.৭. শাখা সংগঠন বা অঙ্গসংগঠনের রেজিস্ট্রেশন, অনুমোদন প্রদান, দায়িত্ব বণ্টন ও প্রয়োজনে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লিডারের পরামর্শক্রমে ডেপুটি লিডারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

২.৩.২.৮. তিনি গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ বা দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবেন। প্রয়োজনে শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করবেন। দলের ভেতরের মতভেদ, বিভাজন বা বিভ্রান্তি নিরসনে তিনি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবেন।

২.৩.৩. পদ শূন্য হলে করণীয়

২.৩.৩.১. ডেপুটি লিডারের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, লিডার পদে আসীন বা অপসারণের মাধ্যমে শূন্য হলে, লিডার ন্যাশনাল কাউন্সিলের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি লিডার হিসেবে দায়িত্ব দেবেন। ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি লিডার কমিটির মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৩.৪. অপসারণ পদ্ধতি

২.৩.৪.১. ডেপুটি লিডারকে নিম্নলিখিত কারণগুলোর যেকোনো একটির ভিত্তিতে অপসারণযোগ্য বিবেচনা করা যাবে:

২.৩.৪.১.১. পার্টির নীতিমালা, আদর্শ বা গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে।

২.৩.৪.১.২. পার্টিবিরোধী ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য বা বাহ্যিক শক্তির প্রভাব মেনে নিলে।

২.৩.৪.১.৩. দলীয় দায়িত্ব পালনে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দুর্বল নেতৃত্ব, বা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে।

২.৩.৪.১.৪. অর্থনৈতিক দুর্নীতি, প্রভাব বিস্তার, আত্মীয়প্রীতি বা ব্যক্তি/গোষ্ঠীস্বার্থে পদ ব্যবহার করলে।

২.৩.৪.১.৫. কোনো গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হলে।

২.৩.৫. অপসারণের প্রক্রিয়া

২.৩.৫.১. ন্যাশনাল কাউন্সিলের কমপক্ষে ১০% সদস্য লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করলে অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২.৩.৫.২. পলিটিকাল কাউন্সিল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে, যা সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ তদন্ত করবে।

২.৩.৫.৩. অভিযুক্তকে লিখিত বা মৌখিক আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

২.৩.৫.৪. তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠকে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

২.৩.৫.৫. এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও কার্যকর বলে গণ্য হবে।

২.৩. চিফ অর্গানাইজার

২.৫.১. পার্টির একজন চিফ অর্গানাইজার থাকবেন যিনি পার্টির সাংগঠনিক বিস্তার ও শক্তিশালীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। ন্যাশনাল কাউন্সিলের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে লিডার চিফ অর্গানাইজারের দায়িত্ব প্রদান করবেন।

২.৫.২. চিফ অর্গানাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২.৫.২.১. কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল সাংগঠনিক স্তর (জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও শাখা কমিটি) গঠন, পুনর্গঠন ও সক্রিয়করণে তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। এসব কমিটির কাজের অগ্রগতি, কর্মক্ষমতা এবং সাংগঠনিক স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

২.৫.২.২. তিনি সদস্য সংগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনা, তদারকি ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবেন। সদস্যপদ যাচাই-বাছাই, ফরম যাচাই, রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিতকরণ এবং সদস্য ডাটাবেইস হালনাগাদ রাখা তাঁর দায়িত্বে থাকবে।

২.৫.২.৩. প্রতিটি ইউনিটের কর্মক্ষমতা, গঠনগত সীমাবদ্ধতা ও অর্জন নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এই প্রতিবেদন নির্ধারিত সময় অন্তর ডেপুটি লিডার ও ন্যাশনাল কাউন্সিলের কাছে দাখিল করবেন।

২.৫.২.৪. সকল ইউনিট ও কমিটির গঠনে গঠনতন্ত্রের বিধান ও সময়সীমা মানা হচ্ছে কিনা তা তদারকি ও নির্দেশনা প্রদান করবেন। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবেন।

২.৫.২.৫. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কাউন্সিল, নির্বাচন বা কনভেনশন আয়োজনের লজিস্টিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি পালনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। প্রতিনিধি তালিকা, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

২.৫.২.৬. তৃণমূল সফরের মাধ্যমে স্থানীয় সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মতবিনিময় সভা আয়োজন করবেন। ক্যাম্প, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে আদর্শিক ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবেন।

২.৫.২.৭. ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, নারী ও প্রবাসী সংগঠনসমূহের সঙ্গে সংহতি, সমন্বয় ও সহযোগিতা রক্ষা করবেন। এই সংগঠনগুলোর রিপোর্ট সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

২.৫.২.৮. পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম, অর্জন ও সদস্য বৃদ্ধির সাফল্য প্রচারের জন্য প্রচার সেক্রেটারিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবেন। জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে নিজেও মাঠপর্যায়ে সংযোগ তৈরি করবেন।

২.৫.২.৯. মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সাংগঠনিক অগ্রগতি যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন সভা আয়োজন করবেন। পারফরম্যান্স রিভিউ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ডেপুটি লিডারের কাছে উপস্থাপন করবেন।

২.৫.৩. পদ শূন্য হলে করণীয়

২.৫.৩.১. চিফ অর্গানাইজার পদ মৃত্যু, পদত্যাগ বা শৃঙ্খলাজনিত কারণে শূন্য হলে, লিডার ন্যাশনাল কাউন্সিলের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত চিফ অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব দেবেন। তিনি কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৪. সেক্রেটারিয়েট

২.৭.১. পার্টির কাজের প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়াদি দেখভালের জন্য ও পার্টির কার্যক্রম গতিশীল করতে সেক্রেটারিয়েট থাকবে। সেক্রেটারিয়েটের সংখ্যা ও খাত লিডার ও ডেপুটি লিডারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। প্রয়োজনে তারা একাধিক সহ-সেক্রেটারি নিয়ে কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। সেক্রেটারিরা সমমানের হলেও প্রটোকল বা দায়িত্ব অনুসারে সিনিয়রিটি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২.৭.২. প্রতিটি সেক্রেটারি তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত খাত (যেমন: প্রচার, দপ্তর, অর্থ, আইন, কৃষি, শ্রম, নারী, শিক্ষা, প্রবাসী ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। নিজ খাতের কাজের অগ্রগতি, সীমাবদ্ধতা, বাজেট ও জনসম্পৃক্ততা বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি করে ডেপুটি লিডারের কাছে দাখিল করবেন।

২.৭.৩. লিডার, ডেপুটি লিডার ও চিফ অর্গানাইজারের নির্দেশনা অনুযায়ী দলীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

২.৭.৪. কোনো খাতের সেক্রেটারির পদ শূন্য (মৃত্যু, পদত্যাগ, পার্টিত্যাগ, শৃঙ্খলাভঙ্গ) হলে, লিডার একজনকে উক্ত খাতের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

২.৭.৫. সেক্রেটারিরা লিডার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ৩ - সাধারণ সদস্য

৩.১. সাধারণ সদস্যপদ ও যোগ্যতা

৩.১.১. বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক, যিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যশীল, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে আপোষহীন এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ, সশস্ত্র রাজনীতি, সমাজ ও গণবিরোধী নন; গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পক্ষে, তিনি পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

৩.১.২. তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পার্টির মূলনীতি, লক্ষ্য ও আদর্শে বিশ্বাস রাখা এবং গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে চলা। পার্টিবিরোধী কর্মকাণ্ড, মিথ্যাচার, গুজব বা ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকা এবং এমন কিছু নজরে এলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৩.১.৩. দলীয় সভা, র‍্যালি, সমাবেশ, ক্যাম্পেইন, প্রচার কার্যক্রম ও জনসংযোগে অংশগ্রহণ করা এবং নিজ এলাকায় পার্টির ভাবমূর্তি রক্ষা ও বিস্তারে দায়িত্বশীল আচরণ করা। নিজ এলাকার জনমত, সমস্যা ও প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করাও তার দায়িত্ব। তিনি দলীয় সিদ্ধান্ত বা অবস্থানের সঙ্গে গঠনমূলক মতামত প্রদান করতে পারবেন।

৩.১.৪. রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পার্টিকে তথ্য দেওয়া ও দলীয় ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পার্টির ভাবমূর্তি রক্ষায় দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণ করা।

৩.১.৫. পার্টির আদর্শ ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে আগ্রহী থাকা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার বা রাজনৈতিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রস্তুত রাখা।

৩.১.৬. নির্ধারিত চাঁদা বা অনুদান প্রদান করা এবং অর্থ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা রক্ষা করা।

৩.১.৭. সংবিধান ও পার্টির নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

৩.১.৮. কোনো ব্যক্তি দুর্নীতি, দেশ ও রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে বা পার্টির শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি সদস্যপদ হারাবেন।

৩.১.৯. সাধারণ সদস্যরা স্থানীয় যে কোনো কাঠামোর সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন।

৩.১.১০. সাধারণ সদস্যপদের যোগ্যতা

৩.১.১০.১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে।

৩.১.১০.২. দলীয় গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও আদর্শে আস্থাশীল ও আনুগত্যশীল হতে হবে।

৩.১.১০.৩. ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনার সাথে একমত হতে হবে।

৩.১.১০.৪. কোনো পার্টিবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদী বা সাংবিধানিক শত্রুতা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে পারবে না।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৩.১.১০.৫. পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ ফরম পূরণ এবং প্রতি বছর নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করতে হবে।

৩.১.১০.৬. স্থানীয় সাংগঠনিক ইউনিট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার সুপারিশ প্রয়োজন হতে পারে।

৩.১.১১. সাধারণ সদস্যপদের অযোগ্যতা

৩.১.১১.১. প্রতি বছর চাঁদা প্রদান না করলে।

৩.১.১১.২. দুর্নীতি, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড, সন্ত্রাস, গুম, খুন বা নারী ও শিশু নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি।

৩.১.১১.৩. পার্টিবিরোধী কর্মকাণ্ডে প্রমাণিতভাবে জড়িত থাকা বা অন্য রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় সদস্য হওয়া।

৩.১.১১.৪. মৌলিক অধিকারবিরোধী ও সংবিধানবিরোধী প্রচারক বা চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক বক্তব্যদাতা।

৩.১.১১.৫. নিষিদ্ধ সংগঠন বা বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকলে।

৩.১.১১.৬. দলীয় নির্দেশ অমান্য, শৃঙ্খলাভঙ্গ বা ভুয়া তথ্য প্রদানের জন্য সদস্যপদ বাতিলযোগ্য।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ৪ - সাংগঠনিক কাঠামো

৪.১. পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপে গঠিত হবে:

১. পলিটিকাল কাউন্সিল

২. এক্সিকিউটিভ বডি

৩. ন্যাশনাল কাউন্সিল

৪. জেলা ও মহানগর কমিটি

৫. উপজেলা, পৌরসভা ও মহানগর থানা কমিটি

৬. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ওয়ার্ড ও মহানগর ওয়ার্ড কমিটি

৭. ওয়ার্ড ও মহানগর ইউনিট কমিটি

৪.২. এছাড়াও পার্টির সাংগঠনিক বিস্তারের লক্ষ্যে আরও কিছু পরিষদ ও কমিটি গঠিত হবে, যথা:

১. এডভাইজারি প্যানেল

২. পার্লামেন্টারি চেম্বার

৩. ছায়া মন্ত্রিসভা

৪. ২০২৫ কমিটি

৪.৩. পার্টি উক্ত কমিটিগুলোতে ৩৩% পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট হবে।

৪.৪. পার্টির উক্ত কমিটিগুলোর সদস্যগণ যেন ভোটারদের কর্তৃক নির্বাচিত হয়, সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবে।

৪.৫. পলিটিকাল কাউন্সিল

৪.৫.১. পলিটিকাল কাউন্সিল জাতীয় নাগরিক পার্টির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম।

৪.৫.২. এটি ১৫ (পনেরো) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত স্থায়ী পরিষদ, যেখানে দলীয় লিডার এবং ডেপুটি লিডারসহ পার্টির অভিজ্ঞ, নেতৃত্বদানকারী ও নীতিনির্ধারণে উপযুক্ত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

৪.৫.৩. প্রধান দায়িত্ব ও ক্ষমতা

৪.৫.৩.১. পার্টির আদর্শিক ভিত্তি, রাজনৈতিক অবস্থান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালার চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন করা। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু, নির্বাচন, আন্দোলন, জোট গঠন ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এই কাউন্সিলের।

৪.৫.৩.২. ন্যাশনাল কাউন্সিলের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তের নীতিগত মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রদান করা। শাখা ও অঙ্গসংগঠনসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে গঠনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা।

 © NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৫.৩.৩. জরুরি বা বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লিডার বা ডেপুটি লিডারের অনুরোধে বৈঠক আহ্বান করে দলীয় অবস্থান নির্ধারণ। কোনো জাতীয় সংকট, প্রতিবাদ কর্মসূচি বা প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.৫.৩.৪. গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়ে তদন্ত করা এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজন, ষড়যন্ত্র বা পার্টিবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.৫.৩.৫. পলিটিকাল কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন পার্টির লিডার।

৪.৫.৩.৬. সভা আহ্বানের জন্য লিডার বা ডেপুটি লিডার উদ্যোগ নিতে পারবেন, বা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধে সভা আহ্বান করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে।

৪.৫.৪. সদস্যপদ ও সংখ্যা

৪.৫.৪.১. পলিটিকাল কাউন্সিল সর্বমোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। লিডার ও ডেপুটি লিডার পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য হবেন। পার্টি সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রী পলিটিকাল কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য হবেন।

৪.৫.৪.২. লিডার ও ডেপুটি লিডার ব্যতীত বাকি ১৩ জন সদস্য নিম্নবর্ণিত অফিসগুলোতে কাজ করবেন। এগুলো হচ্ছে:

১) পলিসি এন্ড স্ট্র্যাটেজিক এফেয়ার্স,

২) অর্গানাইজেশনাল ওভারসাইট এন্ড ইভালুয়েশন,

৩) ডিসিপ্লিন এন্ড কোড অফ কন্ডাক্ট,

৪) ইকোনমিক পলিসি এন্ড বাজেট রিভিউ,

৫) লিগাল এফেয়ার্স,

৬) লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট,

৭) কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি,

৮) রিসার্চ এন্ড ডাটা এনালাইসিস,

৯) পলিটিকাল এফেয়ার্স,

১০) ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স এফেয়ার্স,

১১) ইলেকশন এফেয়ার্স,

১২) পাবলিক রিলেশন্স এফেয়ার্স,

১৩) গভর্ন্যান্স এন্ড একাউন্টেবিলিটি এফেয়ার্স।

৪.৫.৪.৩. সদস্যদের নির্বাচন পার্টির ন্যাশনাল কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে।

৪.৫.৪.৪. সভায় উপস্থিতির কোরাম হবে আটজন।

৪.৫.৪.৫. লিডার ও ডেপুটি লিডার বাদে পলিটিকাল কাউন্সিলের সদস্যদের দলীয় অন্য কোনো পদ থাকতে পারবে না।

৪.৫.৫. পলিটিকাল কাউন্সিলের সদস্যদের অযোগ্যতা ও সদস্যপদ বাতিলের কারণ

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৫.৫.১. পার্টির মূলনীতি, আদর্শ, বা গঠনতন্ত্রবিরোধী প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করলে এবং রাষ্ট্রবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, উসকানিমূলক বা অসাংবিধানিক বক্তব্য/কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে। সেই সাথে পার্টির স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক চুক্তি, লবি বা ষড়যন্ত্রে যুক্ত প্রমাণিত হলে।

৪.৫.৫.২. অর্থনৈতিক দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, বেআইনি প্রভাব খাটানো বা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে। পার্টির সম্পদ বা পদ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলে।

৪.৫.৫.৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ে গাফিলতি, তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য প্রদান করলে। জনসমক্ষে কুরুচিপূর্ণ, অশালীন বা পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এমন আচরণ করলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা জনসমক্ষে বা যে কোনো মাধ্যমে অবমাননাকর, অরুচিকর বক্তব্য প্রদান করলে বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করলে।

৪.৫.৫.৪. চুরি, জালিয়াতি, সহিংসতা, সন্ত্রাস, গুম, খুন, নারী নির্যাতন বা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক মামলায় অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হলে। নিষিদ্ধ সংগঠন বা চিহ্নিত রাষ্ট্রবিরোধী গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে।

৪.৫.৫.৫. লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিলে বা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে সদস্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হবে। নিজেকে পার্টি থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করলেও সদস্যপদ বাতিল হবে।

৪.৫.৫.৬. মনোনয়নের সময় ভুয়া তথ্য প্রদান বা অপরাধ আড়াল করার প্রমাণ পাওয়া গেলে সদস্যপদ বাতিলযোগ্য হবে।

৪.৫.৬. অপসারণের প্রক্রিয়া

৪.৫.৬.১. ন্যাশনাল কাউন্সিলের কমপক্ষে ১৫% সদস্য লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করলে অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৪.৫.৬.২. পলিটিকাল কাউন্সিল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে, যা সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ তদন্ত করবে এবং প্রতিবেদন জমা দেবে।

৪.৫.৬.৩. অভিযুক্তকে লিখিত বা মৌখিক আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

৪.৫.৬.৪. তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠকে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও কার্যকর বলে গণ্য হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৬. এক্সিকিউটিভ বডি

৪.৬.১. এক্সিকিউটিভ বডি হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির একটি স্থায়ী ও কার্যকরী প্রশাসনিক ইউনিট, যা পার্টির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, নীতিনির্ধারণ বাস্তবায়ন এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৪.৬.২. মূল দায়িত্ব ও ক্ষমতা

৪.৬.২.১. দলীয় দপ্তর ও খাতগুলোর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা। সদস্যপদ, প্রশিক্ষণ, অঙ্গসংগঠন, প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মিত দেখভাল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নতুন ইউনিট গঠন, পুনর্গঠন ও অনুমোদনের ক্ষমতা প্রয়োগ।

৪.৬.২.২. পলিটিকাল কাউন্সিল ও লিডার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি, আন্দোলন, ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের সমন্বয় ও সম্পাদনা করা। প্রতিটি বিভাগের বার্ষিক ও মাসিক কার্যপরিকল্পনার বাস্তব তদারকি ও মূল্যায়ন করা। পার্টির মিডিয়া স্ট্র্যাটেজি, বিবৃতি, গণযোগাযোগ ইত্যাদির কাঠামো নির্ধারণ করা।

৪.৬.২.৩. সদস্যদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উপকমিটি গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থায়ী বা স্থায়ী কমিটি গঠন ও পরিবীক্ষণ।

৪.৬.৩. সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪.৬.৩.১. এক্সিকিউটিভ বডির সভা সাধারণত মাসে অন্তত দুইবার আহ্বান করা হবে; জরুরি পরিস্থিতিতে ডেপুটি লিডার তাৎক্ষণিক সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৪.৬.৩.২. সভায় উপস্থিত সদস্যদের সরল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৪.৬.৩.৩. সভায় উপস্থিতির কোরাম হবে মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

৪.৬.৪. সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া

৪.৬.৪.১. এক্সিকিউটিভ বডি লিডার ও ডেপুটি লিডার কর্তৃক মনোনীত চিফ অর্গানাইজার, সেক্রেটারিবৃন্দ ও সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। লিডার ও ডেপুটি লিডার পদাধিকারবলে বডির সদস্য হবেন।

৪.৬.৪.২. সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই পার্টির নীতিমালা, গঠনতন্ত্র ও আদর্শে অভিজ্ঞ, পরীক্ষিত ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৬.৪.৩. শৃঙ্খলাজনিত কারণে বডির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে লিডার ও ডেপুটি লিডারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪.৭. ন্যাশনাল কাউন্সিল (General Assembly of the Party)

৪.৭.১. ন্যাশনাল কাউন্সিল হলো পার্টির সাধারণ সভা, যা পার্টির পরিচালনা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের সর্বব্যাপী ও প্রতিনিধি স্তর।

৪.৭.২. এটি গঠিত হবে লিডার, ডেপুটি লিডার ও নির্বাচিত আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। এর সদস্যসংখ্যা পার্টির সাংগঠনিক পরিসরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৪.৭.৩. দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.৭.৩.১. পলিটিকাল কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও কৌশল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করবে।

৪.৭.৩.২. ডেপুটি লিডার কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং রিপোর্ট আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত/পরিমার্জিত/প্রত্যাখ্যাত করার ক্ষমতা থাকবে।

৪.৭.৩.৩. কোষাধ্যক্ষের উপস্থাপিত বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয় ও অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে।

৪.৭.৩.৪. লিডার, ডেপুটি লিডার ও ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য ভোটার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৪.৭.৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন

৪.৭.৪.১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে সাধারণত সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

৪.৭.৪.২. গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রয়োজন হবে।

৪.৭.৪.৩. উপস্থিতির কোরাম হবে মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩)।

৪.৭.৪.৪. বছরে একবার ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে জরুরি সভার প্রয়োজন পড়লে ডেপুটি লিডারের নোটিশ অনুযায়ী জরুরি সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

৪.৭.৫. সদস্য হবার যোগ্যতা

৪.৭.৫.১. ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য হতে হলে তাঁকে অবশ্যই ২০২৫ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও পলিটিকাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত আঞ্চলিক পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৮. জেলা ও মহানগর কমিটি

৪.৮.১. গঠন

৪.৮.১.১. প্রতিটি জেলা ও মহানগরে একটি করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।

৪.৮.১.২. কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৩১-৭১ জন, যার মধ্যে লিডার, ডেপুটি লিডার, চিফ অর্গানাইজারসহ সেক্রেটারিবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ থাকবেন।

৪.৮.১.৩. কমিটি তিন (৩) বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।

৪.৮.১.৪. ২০২৫ কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা ও মহানগর কমিটি গঠন হবে।

৪.৮.২. কার্যাবলি

৪.৮.২.১. জেলার সাংগঠনিক ইউনিটসমূহ (উপজেলা, পৌর, থানা, ইউনিয়ন) গঠন, তদারকি ও সক্রিয়করণ।

৪.৮.২.২. সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা ও রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ করা।

৪.৮.২.৩. জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এক্সিকিউটিভ বডিকে অবহিত করা।

৪.৮.২.৪. জেলা কাউন্সিল, সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও স্থানীয় ইভেন্ট আয়োজন করা।

৪.৮.২.৫. কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৯. উপজেলা, পৌরসভা ও মহানগর থানা কমিটি

৪.৯.১. গঠন

৪.৯.১.১. প্রতিটি উপজেলা, পৌরসভা ও মহানগরের প্রতিটি থানায় একটি করে কমিটি গঠিত হবে।

৪.৯.১.২. সদস্য সংখ্যা ২১-৫১ জন, যার মধ্যে লিডার, ডেপুটি লিডার, চিফ অর্গানাইজারসহ সেক্রেটারিবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ থাকবেন।

৪.৯.১.৩. ২০২৫ কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে বা কাউন্সিল সভায় কমিটি গঠন করা হবে।

৪.৯.১.৪. মেয়াদ তিন (৩) বছর।

৪.৯.২. কার্যাবলি

৪.৯.২.১. ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও শাখা কমিটির তদারকি।

৪.৯.২.২. সাংগঠনিক সফর, সদস্যপদ যাচাই ও ডাটাবেইস হালনাগাদ।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.৯.২.৩. স্থানীয় কর্মসূচি ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা।

৪.৯.২.৪. রাজনৈতিক প্রতিবেদন জেলা কমিটিকে দাখিল।

৪.৯.২.৫. প্রচার, প্রশিক্ষণ ও ঐক্যবদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

৪.১০. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও মহানগর ওয়ার্ড কমিটি

৪.১০.১. গঠন

৪.১০.১.১. প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা ও মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কমিটি থাকবে।

৪.১০.১.২. সদস্য সংখ্যা ১৫-৩১ জন, যার মধ্যে লিডার, ডেপুটি লিডার, চিফ অর্গানাইজারসহ সেক্রেটারিবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ থাকবেন।

৪.১০.১.৩. উপজেলা/থানা কমিটির তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে।

৪.১০.২. কার্যাবলি

৪.১০.২.১. ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের সদস্যপদ সংগ্রহ, যাচাই ও হালনাগাদ।

৪.১০.২.২. স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা তৈরি ও সাংগঠনিক সভা আয়োজন।

৪.১০.২.৩. প্রতিবেশভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে উপজেলা বা জেলা কমিটিকে রিপোর্ট প্রদান।

৪.১০.২.৪. জাতীয় কর্মসূচির মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন।

৪.১০.২.৫. নতুন সদস্য ও তরুণ নেতৃত্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

৪.১১. ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড ও মহানগর ইউনিট কমিটি

৪.১১.১. গঠন

৪.১১.১.১. ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড ও মহানগরের প্রতিটি ইউনিট বা মহল্লাভিত্তিক ইউনিটে একটি করে কমিটি গঠিত হবে।

৪.১১.১.২. সদস্য সংখ্যা ১১-২১ জন, যার মধ্যে লিডার, ডেপুটি লিডার, চিফ অর্গানাইজারসহ সেক্রেটারিবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ থাকবেন।

৪.১১.১.৩. ২০২৫ কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে।

৪.১১.২. কার্যাবলি

৪.১১.২.১. ঘরে ঘরে সংযোগ তৈরি করে দলীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.১১.২.২. মহল্লাভিত্তিক ছোট সভা, ক্যাম্পেইন ও সদস্যপদ বনায়ন।

৪.১১.২.৩. ঐক্য, সংহতি ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান।

৪.১১.২.৪. সামাজিক ও নাগরিক সমস্যায় তাৎক্ষণিক সমাধান উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

৪.১১.২.৫. স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচন বিষয়ে জনগণের সঙ্গে সংলাপ ও সক্রিয়তা।

৪.১২. পার্লামেন্টারি চেম্বার

৪.১২.১. পার্লামেন্টারি চেম্বার হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি স্থায়ী সাংগঠনিক ইউনিট, যার দায়িত্ব জাতীয় সংসদে পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান, কৌশল, শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা। এটি পার্টির সংসদীয় কার্যক্রমের মুখ্য ফোরাম হিসেবে কাজ করবে।

৪.১২.২. কমিটির গঠন ও কাঠামো

৪.১২.২.১. পার্লামেন্টে নির্বাচিত সকল এনসিপি সংসদ সদস্য এই চেম্বারের সদস্য হবেন।

৪.১২.২.২. সদস্যদের মধ্য থেকে একজন দলীয় সংসদ নেতা (Parliamentary Leader) মনোনীত হবেন, যিনি সংসদে পার্টির নেতৃত্ব দেবেন।

৪.১২.২.৩. সংসদ নেতার পাশাপাশি চিফ হুইপ, উপ-হুইপ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক সংসদীয় মুখপাত্র নিয়োগ দেওয়া যাবে।

৪.১২.২.৪. চেম্বারের কার্যক্রম তদারকির জন্য পার্টির ডেপুটি লিডার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন।

৪.৫.১. মূল দায়িত্ব ও কার্যক্রম

৪.১২.৩.১. কোনো খসড়া বিল, প্রস্তাব বা রেজোলিউশনে পার্টি সমর্থন বা বিরোধিতা করবে, তা আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ।

৪.১২.৩.২. জাতীয় ও সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পার্টির সংসদীয় বক্তব্য ও কৌশল নির্ধারণ করা।

৪.১২.৩.৩. সংসদ সদস্যদের মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান নিশ্চিত করা (যেখানে সংবিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য)।

৪.১২.৩.৪. সংসদে দলীয় উপস্থিতি, বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর, আলোচনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সমন্বয় করা। সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পারফরম্যান্স মনিটরিং করা।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.১২.৩.৫. চিফ হুইপ সংসদে দলীয় কৌশল বাস্তবায়নের প্রধান সমন্বয়কারী এবং সরকারি-বিরোধী দলীয় সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। উপ-হুইপ সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন দিন-দিন কার্যক্রমে সহযোগিতা ও সমন্বয় করবেন।

৪.১২.৩.৬. প্রস্তাবিত আইন বা সংসদীয় বিল পর্যালোচনায় সংসদ সদস্যদের প্রস্তুতি ও গবেষণায় সহযোগিতা করা। ছায়া মন্ত্রিসভার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিকল্প প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপনের ব্যবস্থা করা।

৪.১২.৩.৭. নিয়মিতভাবে দলীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে বৈঠক আয়োজন করে নীতি ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেওয়া। নতুন সদস্যদের জন্য সংসদীয় প্রক্রিয়া ও ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ বা ব্রিফিং সেশন আয়োজন।

৪.১২.৩.৮. সংসদীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনগণের সমস্যা সংসদে তুলে ধরা এবং সংসদীয় এলাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা। জনগণের প্রতিক্রিয়া, চাহিদা ও সমর্থন সংগ্রহ করে তা পার্টির নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত করা।

৪.৫.২. পার্লামেন্টারি চেম্বারের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমা

৪.১২.৪.১. চেম্বার জাতীয় সংসদে পার্টির কার্যক্রম ও অবস্থানের দায়িত্বে থাকবে, তবে দলীয় গঠনতন্ত্র ও পলিটিকাল কাউন্সিলের নির্দেশের বাইরে যেতে পারবে না।

৪.১২.৪.২. বাজেট, আস্থা ভোট বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভোটে পার্টির নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

৪.৫.৩. অযোগ্যতা ও সদস্যপদ বাতিল

৪.১২.৫.১. পার্লামেন্টারি চেম্বারের কোনো সদস্য নিম্নলিখিত কারণে পদ হারাতে পারেন:

৪.১২.৫.২. সংসদ সদস্য পদে অযোগ্য হলে কিংবা সংসদ ভেঙে গেলে।

৪.১২.৫.৩. সংসদে বা বাইরে পার্টিবিরোধী বক্তব্য, বিভ্রান্তি ছড়ানো বা ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালালে।

৪.১২.৫.৪. সংসদে অনুপস্থিতি, দায়িত্বে গাফিলতি বা অকার্যকর ভূমিকা পালন করলে।

৪.১২.৫.৫. চুরি, দুর্নীতি বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে।

৪.১২.৫.৬. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা পলিটিকাল কাউন্সিলের অনুমোদনে।

৪.১৩. এডভাইজারি প্যানেল (Advisory Committee)

৪.১৩.১. এডভাইজারি প্যানেল হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির একটি পরামর্শমূলক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্যানেল, যা পার্টির নীতিনির্ধারণ, সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পরামর্শ প্রদান করে। এই প্যানেল সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নয়, তবে তাদের মতামত, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা দলীয় সিদ্ধান্তকে সমৃদ্ধ করে। এই প্যানেল তাদের মতামত পলিটিকাল কাউন্সিল ও লিডার বরাবর পেশ করবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.১৩.২. দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.১৩.২.১. পার্টির আদর্শ, নীতি ও কৌশলগত বিষয়ে নেতৃত্বকে পরামর্শ প্রদান করা। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক বা জাতীয় সংকটে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও মতামত দেওয়া।

৪.১৩.২.২. পলিটিকাল কাউন্সিল অথবা লিডারের অনুরোধে নির্দিষ্ট ইস্যুতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন পেশ করা।

৪.১৩.২.৩. নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের জন্য নৈতিক দিকনির্দেশনা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা।

৪.১৩.২.৪. পার্টির গঠনতন্ত্র, নীতি বা কাঠামোর সংস্কারের বিষয়ে মতামত দেওয়া।

৪.১৩.৩. ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা

৪.১৩.৩.১. এই প্যানেল পরামর্শদাতা ফোরাম হিসেবে কাজ করবে, এর কোনো নির্বাহী বা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না।

৪.১৩.৩.২. প্যানেলের সুপারিশকে সাধারণভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পলিটিকাল কাউন্সিল বা লিডারের।

৪.১৩.৩.৩. লিডার চাইলে নির্দিষ্ট বিষয়ে এডভাইজারি কমিটিকে ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং বা নীতিগত পর্যালোচনার দায়িত্ব দিতে পারবেন।

৪.১৩.৪. গঠন ও মেয়াদ

৪.১৩.৪.১. প্যানেল হবে সর্বোচ্চ ১১-২১ জন সদস্য বিশিষ্ট।

৪.১৩.৪.২. সদস্যরা হবেন:

ক) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বা সিনিয়র নেতা,

খ) প্রাক্তন সংসদ সদস্য/মন্ত্রী,

গ) খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, গবেষক বা বিশেষজ্ঞ যিনি পার্টির আদর্শে আস্থাশীল,

ঘ) লিডার ও ডেপুটি লিডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রার্থীদ্বয় (তাঁরা স্থায়ী থাকবেন)।

৪.১৩.৪.৩. সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন লিডার, ডেপুটি লিডারের পরামর্শক্রমে এবং তা পলিটিকাল কাউন্সিলে অনুমোদিত হবে।

৪.১৩.৪.৪. মেয়াদ হবে তিন (৩) বছর, তবে পুনর্নিয়োগযোগ্য।

৪.১৩.৪.৫. যে কোনো সময় লিডার চাইলে সদস্য পরিবর্তন বা বিশেষজ্ঞ যুক্ত করতে পারবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.১৩.৫. অযোগ্যতা ও সদস্যপদ বাতিলের কারণ

৪.১৩.৫.১. দলীয় আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ।

৪.১৩.৫.২. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পার্টির হয়ে কাজ করা বা পক্ষ নেওয়া।

৪.১৩.৫.৩. পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন আচরণ বা বক্তব্য প্রদান।

৪.১৩.৫.৪. দুর্নীতি, ফৌজদারি অপরাধ, নারী ও শিশু নির্যাতন, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে।

৪.১৩.৫.৫. মিথ্যা পরিচয় বা ভুয়া তথ্য দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করলে।

৪.১৩.৫.৬. সদস্য স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে পদত্যাগ করলে বা প্রয়াণ ঘটলে সদস্যপদ শূন্য হবে।

৪.১৪. ছায়া মন্ত্রিসভা (Shadow Cabinet)

৪.১৪.১. ছায়া মন্ত্রিসভা হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির একটি বিশেষ নীতিনির্ধারক ও কার্যকরী ইউনিট, যার মাধ্যমে পার্টি সরকারে না থেকেও দেশের প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগভিত্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও বিকল্প নীতিপত্র প্রণয়ন করে। এটি একটি বিকল্প সরকার পরিচালনার প্রস্তুতি এবং দায়িত্বশীল বিরোধী ভূমিকা পালনের অন্যতম মাধ্যম।

৪.১৪.২. গঠন ও কাঠামো

৪.১৪.২.১. ছায়া মন্ত্রিসভায় মোট ১৫-২৫ জন সদস্য থাকতে পারে, যারা দলীয় অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ নেতা বা গবেষক হতে পারেন।

৪.১৪.২.২. সদস্যরা দলীয় লিডার ও ডেপুটি লিডার-এর যৌথ অনুমোদনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে রদবদল করা যাবে।

৪.১৪.২.৩. ছায়া মন্ত্রিসভায় সাধারণত দেশের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বা খাতসমূহের জন্য আলাদা আলাদা ছায়া মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে:

১) ছায়া অর্থমন্ত্রী

২) ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

৩) ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৪) ছায়া শিক্ষামন্ত্রী

৫) ছায়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

৬) ছায়া কৃষিমন্ত্রী

৭) ছায়া শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

৮) ছায়া আইসিটি ও উদ্ভাবন বিষয়ক মন্ত্রী

© NCP Diaspora Alliance Germany

৯) ছায়া স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী

১০) ছায়া শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী

১১) ছায়া পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রী

(প্রয়োজনে অন্য মন্ত্রণালয় বা সেক্টর যুক্ত হতে পারে)

৪.১৪.৩. দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.১৪.৩.১. সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে তার সমালোচনা, ঘাটতি নিরূপণ ও বিকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা। পার্টির পক্ষ থেকে সেই খাতে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা, বাজেট কাঠামো ও রূপরেখা (policy blueprint) প্রস্তুত করা।

৪.১৪.৩.২. দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সংকটে পার্টির অবস্থান তুলে ধরা এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদান। সংসদে পার্টির এমপিরা যদি থাকেন, তবে ছায়া মন্ত্রীদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট খাতে ভাষণ, প্রশ্ন ও প্রস্তাব তৈরি করা। গণমাধ্যমে নীতিনির্ধারক বিতর্ক, আলোচনায় দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত হওয়া।

৪.১৪.৩.৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করা। গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও তরুণ পলিসি থিঙ্কারদের যুক্ত করে ছায়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে তথ্যনির্ভর ও বাস্তবভিত্তিক রাখা।

৪.১৪.৩.৪. জনগণের জন্য যেসব সমস্যাকে সমাধান করার অঙ্গীকার এনসিপি করছে, তার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি ছায়া মন্ত্রীদের মাধ্যমে উপস্থাপন। নির্বাচনী ইশতেহার ও পার্টির রাষ্ট্রচিন্তা ছায়া মন্ত্রিসভা থেকেই বাস্তবভিত্তিক রূপ পাবে।

৪.১৪.৪. কার্যপ্রণালি ও রিপোর্টিং

৪.১৪.৪.১. ছায়া মন্ত্রিসভার বৈঠক প্রতি মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে।

৪.১৪.৪.২. প্রতিটি ছায়া মন্ত্রী তিন মাস অন্তর একটি কার্যপ্রগতি প্রতিবেদন ডেপুটি লিডারের কাছে দাখিল করবেন।

৪.১৪.৪.৩. ছায়া মন্ত্রিসভা প্রয়োজন অনুযায়ী পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা পলিটিকাল কাউন্সিলের সভায় পরামর্শদাতা হিসেবে অংশ নিতে পারবে।

৪.১৪.৪.৪. ছায়া মন্ত্রিসভা হবে একটি চলমান বিকাশমান ইউনিট; পার্টি প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য পরিবর্তন, দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস এবং নতুন সেল গঠনের ক্ষমতা রাখবে।

৪.১৪.৪.৫. ছায়া মন্ত্রীদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, থিঙ্ক ট্যাংক সংলাপ, ওয়ার্কশপ ও জাতীয় কনফারেন্স আয়োজন করা হবে।

৪.১৫. ২০২৫ কমিটি

৪.১৫.১. ২০২৫ কমিটি হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির একটি স্থায়ী নির্বাচন তদারকি কমিটি, যার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দলের সকল স্তরের (জাতীয়, কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও অঙ্গসংগঠন) নির্বাচন ও কাউন্সিল কার্যক্রম নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা ও তদারকি করা।

৪.১৫.২. ২০২৫ কমিটি গঠিত হবে জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যানের মাধ্যমে। চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৪.১৫.৩. এই কমিটির প্রধান হবেন চেয়ারম্যান, যিনি একইসাথে দলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর পার্টির কমপক্ষে ৫ বছরের সদস্যপদ থাকতে হবে।

৪.১৫.৪. ২০২৫ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.১৫.৪.১. নির্বাচনী ক্যালেন্ডার ও সময়সূচি প্রণয়ন করা।

৪.১৫.৪.২. মনোনয়ন গ্রহণ, যাচাই, বৈধতা নিশ্চিত ও আপিল নিষ্পত্তি করা।

৪.১৫.৪.৩. ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও যাচাই করা (ডেলিগেট যাচাইসহ)।

৪.১৫.৪.৪. নির্বাচনী ব্যালট, বুথ ও ব্যবস্থাপনা তদারকি করা।

৪.১৫.৪.৫. ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা।

৪.১৫.৪.৬. নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪.১৫.৪.৭. নির্বাচন সংক্রান্ত আপত্তি ও অনিয়ম তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা।

৪.১৫.৪.৮. বিশেষ পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ স্থগিত বা পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.১৫.৫. চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাচন কমিশনার)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪.১৫.৫.১. ২০২৫ কমিটির সভাপতিত্ব করা ও কার্যক্রম সমন্বয় করা।

৪.১৫.৫.২. কমিটির অধীনে সমস্ত নির্বাচন ও প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা।

৪.১৫.৫.৩. ভোটগ্রহণ ও গণনার সমাপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা।

৪.১৫.৫.৪. সকল ধরনের আপিল গ্রহণ, শুনানি পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান।

৪.১৫.৫.৫. নির্বাচন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন দলের পলিটিকাল কাউন্সিল ও ন্যাশনাল কাউন্সিলে পেশ করা।

৪.১৫.৫.৬. কমিটির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ও তাদের কার্যক্রমের তদারকি।

৪.১৫.৫.৭. প্রয়োজনে বিশেষ পরামর্শ বা কারিগরি সহায়তা গ্রহণের জন্য নির্বাচন উপ-কমিটি গঠন করা।

৪.১৫.৫.৮. নির্বাচনকালীন সময়ে দলীয় প্রচার, প্রশাসনিক সম্পদ ব্যবহারে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

৪.১৫.৬. মেয়াদ ও অপসারণ

৪.১৫.৬.১. ২০২৫ কমিটির মেয়াদ সাধারণভাবে একটি নির্বাচন চক্র (তিন বছর) পর্যন্ত থাকবে, বা নির্বাচন শেষ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান ২০২৫ কমিটির নতুন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.১৫.৬.২. চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পক্ষপাত, অনিয়ম বা দায়িত্বে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে, ন্যাশনাল কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাঁর অপসারণ সম্ভব।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ৫ - নির্বাচন

৫.১. ডেলিগেট নির্বাচন ও ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন

৫.১.১. দেশের প্রতিটি উপজেলা ইউনিট কমিটি থেকে ৫ (পাঁচ) জন ডেলিগেট এবং প্রতিটি জেলা ইউনিট কমিটি থেকে ১০ (দশ) জন ডেলিগেট নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত হবেন। এই সংখ্যা ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে পলিটিকাল কাউন্সিলের অনুমোদনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৫.১.২. এসব ডেলিগেট নির্বাচন হবে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে, অথবা স্থানীয় কাউন্সিলের মনোনয়ন ও ভোটাভুটির মাধ্যমে (প্রয়োজনমতো নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী)।

৫.১.৩. নির্বাচিত ডেলিগেটদের পরিচয়, দায়িত্ব ও মেয়াদ সংক্রান্ত তালিকা ২০২৫ কমিটির কাছে দাখিল ও রেজিস্টারভুক্ত করতে হবে।

৫.১.৪. ডেলিগেটগণ দলের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল স্তর হিসেবে ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠনের জন্য কোয়ালিফাইং সদস্য হবেন এবং সকল উচ্চ নেতৃত্ব নির্বাচন ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবেন।

৫.২. জাতীয় কাউন্সিল (National Council)

৫.২.১. উপজেলা ও জেলা ইউনিট হতে নির্বাচিত সমস্ত ডেলিগেটদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় কাউন্সিল, যা হবে জাতীয় নাগরিক পার্টির সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক ও নীতিনির্ধারণী ফোরাম।

৫.২.২. জাতীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

৫.২.২.১. দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (লিডার, ডেপুটি লিডার, পলিটিকাল কাউন্সিল, নির্বাচন কমিশনার) নির্বাচন করা।

৫.২.২.২. গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করা।

৫.২.২.৩. জাতীয় কৌশল, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা পর্যালোচনা ও পাস করা।

৫.২.২.৪. পার্টির বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা।

৫.২.২.৫. বিশেষ জরুরি প্রস্তাব ও আস্থা ভোট গ্রহণ করা।

৫.২.৩. প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যগণ, যারা দলীয় সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, তারা টানা তিনটি নির্বাচনী মেয়াদে জাতীয় কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হিসেবে যুক্ত থাকবেন।

৫.২.৪. জাতীয় কাউন্সিলকে দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন এবং নীতিনির্ধারণের জন্য “কোয়ালিফাইং বডি” হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, কেবল এই কাউন্সিল থেকেই দলের উচ্চপদে প্রার্থী হওয়া যাবে এবং কাউন্সিলরদের রেফারেন্সই হবে বৈধ মনোনয়নের ভিত্তি।

৫.২.৫. জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক সাধারণভাবে প্রতি বছর একবার অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে পলিটিকাল কাউন্সিল বা লিডার আহ্বান করলে বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করা যাবে।

৫.২.৬. জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, দায়িত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করবেন এবং স্বচ্ছতা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করবেন।

৫.৩. নির্বাচিত পদসমূহ

© NCP Diaspora Alliance Germany

৫.৩.১. ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাচিত ডেলিগেটদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে দলের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ২০২৫ কমিটি, যার নেতৃত্বে থাকবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

৫.৩.২. ন্যাশনাল কাউন্সিল নিম্নোক্ত তিন শ্রেণির পদে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করবে:

৫.৩.২.১. পলিটিকাল কাউন্সিলের ১৩টি নির্বাচিত সদস্য পদ, যা দলীয় কৌশল, নীতি নির্ধারণ, সাংগঠনিক ভারসাম্য ও শীর্ষ নেতৃত্বের কার্যক্রমে পরামর্শদানের জন্য নির্বাচিত হবে। যথা:

১) পলিসি এন্ড স্ট্র্যাটেজিক এফেয়ার্স

২) অর্গানাইজেশনাল ওভারসাইট এন্ড ইভালুয়েশন

৩) ডিসিপ্লিন এন্ড কোড অফ কন্ডাক্ট

৪) ইকোনমিক পলিসি এন্ড বাজেট রিভিউ

৫) লিগাল এফেয়ার্স

৬) লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট

৭) কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি

৮) রিসার্চ এন্ড ডাটা এনালাইসিস

৯) পলিটিকাল এফেয়ার্স

১০) ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স এফেয়ার্স

১১) ইলেকশন এফেয়ার্স

১২) পাবলিক রিলেশন্স এফেয়ার্স

১৩) গভর্ন্যান্স এন্ড একাউন্টেবিলিটি এফেয়ার্স

৫.৩.২.২. লিডার (Leader) ও ডেপুটি লিডার (Deputy Leader)

৫.৩.২.৩. ২০২৫ কমিটি-এর চেয়ারম্যান

৫.৪. পলিটিকাল কাউন্সিলের নির্বাচন

৫.৪.১. ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠনের পর নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পলিটিকাল কাউন্সিলের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৫.৪.২. নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে ২০২৫ কমিটি, যা জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত হবে।

৫.৪.৩. এই নির্বাচন হবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি ভোট, যেখানে জাতীয় কাউন্সিলের ডেলিগেটরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

৫.৪.৪. প্রতিটি প্রার্থী একটিমাত্র পদের জন্য মনোনয়ন দাখিল করতে পারবেন। কোনো ব্যক্তি একইসঙ্গে একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৫.৪.৫. মনোনয়নপত্রে অবশ্যই প্রার্থী নিজে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিলের কমপক্ষে ১০% সদস্যের সমর্থন (রেফারেন্স) থাকতে হবে।

৫.৪.৬. প্রার্থীর অবশ্যই সর্বনিম্ন ৫ বছর দলের সক্রিয় সাধারণ সদস্য থাকার প্রমাণ থাকতে হবে।

৫.৪.৭. প্রতিটি পদের জন্য যদি একাধিক প্রার্থী থাকেন, তাহলে সেই পদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৫.৪.৮. প্রতিটি কাউন্সিলর কেবল প্রতি পদের জন্য একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।

৫.৪.৯. কোনো প্রার্থী যদি সরল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান (অধিকাংশ ভোট), তিনিই নির্বাচিত হবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৫.৪.১২. কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচনের কোনো অনিয়ম বা আপত্তির বিষয়ে আপিল করতে চান, তা ২০২৫ কমিটির কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে।

৫.৪.১৩. ২০২৫ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৫.৫. লিডার ও ডেপুটি লিডার নির্বাচন

৫.৫.১. নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত ২০২৫ কমিটি।

৫.৫.২. ২০২৫ কমিটি নির্বাচনকালীন সময়ে পুরো প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখবে।

৫.৫.৩. লিডার ও ডেপুটি লিডার একটি যুগ্ম নেতৃত্ব প্যানেল (Running Mate Panel) হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

৫.৫.৪. লিডার ও ডেপুটি লিডার উভয়েরই দলের সাধারণ সদস্য হিসেবে টানা কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সক্রিয় সদস্য থাকতে হবে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিলের কমপক্ষে ১০% সদস্যের লিখিত রেফারেন্স দাখিল করতে হবে।

৫.৫.৫. মনোনয়নপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০২৫ কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে। প্রতিটি প্যানেলে একজন লিডার ও একজন ডেপুটি লিডার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.৫.৬. ২০২৫ কমিটি যাচাই করে বৈধ প্যানেল চূড়ান্ত করবে এবং তা ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

৫.৫.৭. সকল বৈধ প্যানেল ন্যাশনাল কাউন্সিলের সামনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

৫.৫.৮. কাউন্সিলরগণ কেবল একটি প্যানেলে ভোট দিতে পারবেন।

৫.৫.৯. দুই-এর অধিক প্যানেল থাকলে প্রথম ধাপে কোনো প্যানেল ৫১% ভোট না পেলে শীর্ষ দুইটি প্যানেল যারা সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, তারা দ্বিতীয় ধাপে যাবে।

৫.৫.১০. শীর্ষ দুইটি প্যানেলের মধ্যে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হবে (রানঅফ নির্বাচন)।

৫.৫.১১. সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্যানেল লিডার ও ডেপুটি লিডার হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

৫.৫.১২. নির্বাচন কমিশন ব্যালট প্রস্তুতি, বিতরণ, গ্রহণ ও গণনার দায়িত্ব পালন করবে।

৫.৫.১৩. ভোট গণনার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

৫.৫.১৪. কোনো প্রার্থী বা কাউন্সিলর যদি অনিয়মের অভিযোগ করেন, তাহলে তা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ২০২৫ কমিটির কাছে লিখিতভাবে দাখিল করতে পারবেন।

৫.৫.১৫. ২০২৫ কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৫.৫.১৬. নির্বাচিত লিডার ও ডেপুটি লিডার ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫.৫.১৭. তাঁদের মেয়াদ হবে তিন (৩) বছর।

৫.৫.১৮. একজন লিডার ও ডেপুটি লিডার পদে ৩ বারের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৫.৬. ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন

৫.৬.১. ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির নির্বাচন বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এবং দলীয় সকল নির্বাচন-জাতীয় কাউন্সিল, লিডারশিপ প্যানেল, পলিটিকাল কাউন্সিল, অঙ্গসংগঠনের নির্বাচন ইত্যাদি-নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

৫.৬.২. এই পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কাউন্সিলের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে।

৫.৬.৩. ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হবার ২ মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাচনের আয়োজন করবেন। তিনি পুনরায় ২০২৫ কমিটির চেয়ারম্যান, লিডার, ডেপুটি লিডার বা পলিটিকাল কাউন্সিলের প্রার্থী না হলে কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ন্যাশনাল কাউন্সিলের নির্বাচন পরিচালনা করবেন। তিনি উক্ত পদের কোনো একটির প্রার্থী হলে মেয়াদ শেষ হবার ২ মাস আগে পদত্যাগ করবেন এবং পলিটিকাল কাউন্সিল ন্যাশনাল কাউন্সিলের একজন সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন, যিনি কোনো পদে প্রার্থী হবেন না।

৫.৬.৪. প্রার্থীকে জাতীয় নাগরিক পার্টির সাধারণ সদস্য হিসেবে টানা ৩ (তিন) বছর সক্রিয় থাকতে হবে।

৫.৬.৫. দলের গঠনতন্ত্র, নীতিমালা ও শৃঙ্খলা বিধি অনুসরণে অতীত রেকর্ড পরিষ্কার থাকতে হবে।

৫.৬.৬. প্রার্থীর পক্ষে জাতীয় কাউন্সিলের ন্যূনতম ৭% সদস্যের লিখিত রেফারেন্স দাখিল আবশ্যক।

৫.৬.৭. প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হলে পেতে হবে সর্বাধিক বৈধ ভোট।

৫.৬.৮. সমসংখ্যক ভোট পেলে পুনঃভোট বা লটারির মাধ্যমে ফল নির্ধারণ করা হবে।

৫.৬.৯. নির্বাচন শেষে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

৫.৬.১০. নির্বাচিত প্রার্থী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং দলের নির্বাচন কার্যক্রমে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

৫.৬.১১. চেয়ারম্যানের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর এবং তিনি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.৬.১২. নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন, শৃঙ্খলাভঙ্গ বা গুরুতর ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে, ন্যাশনাল কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাঁর অপসারণ করা যাবে।

৫.৬.১৩. পদ শূন্য হলে পলিটিকাল কাউন্সিল পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ২০২৫ কমিটির একজন সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ৬ - নীতি ও বিধি প্রণয়ন

৭.১. নীতি ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৭.১.১. জাতীয় নাগরিক পার্টি একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পার্টির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়—যেমন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, সদস্যপদ, প্রচার, নির্বাচন, কর্মসূচি, অঙ্গসংগঠন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

৭.১.২. পার্টির সকল সদস্যকে দলীয় আদর্শ, গঠনতন্ত্র, নীতিমালা ও শৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গঠনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পার্টি পরিচালিত হবে।

৭.১.৩. কোনো নীতিমালা বা বিধি কার্যকর করার পূর্বে পলিটিকাল কাউন্সিলের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। কমিটির সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা গৃহীত হলে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে তা প্রয়োগযোগ্য হবে।

৭.১.৪. যেকোনো নীতিমালা বা বিধি গঠনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সংযুক্ত করতে হলে ন্যাশনাল কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.৫. ন্যাশনাল কাউন্সিলের অনুমোদনের পর সকল স্তরের দলীয় ইউনিট ও সদস্যদের জন্য উক্ত বিধি/ নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

অধ্যায় ৭ - বিবিধ

৭.১. গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিধান

৭.১.১. জাতীয় নাগরিক পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা ন্যাশনাল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭.১.২. গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা, উপধারা, শব্দ, ব্যাখ্যা বা গঠন কাঠামো সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তির প্রস্তাব লিখিত আকারে ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৭.১.৩. সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈধ সদস্যদের মধ্যে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হতে হবে।

৭.১.৪. সংশোধনী পাস হওয়ার পর তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৭.১.৫. প্রয়োজনে সংশোধিত গঠনতন্ত্রটি প্রকাশ করে দলীয় ওয়েবসাইট, অফিস নোটিশ বোর্ড এবং দপ্তরের মাধ্যমে সকল ইউনিট ও সদস্যদের জানিয়ে দিতে হবে।

৭.১.৬. গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব একজন বা একাধিক কেন্দ্রীয় সদস্য আনতে পারবেন, তবে তা কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের লিখিত সমর্থনসহ জমা দিতে হবে।

৭.২. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যার একমাত্র কর্তৃত্ব

৭.২.১. জাতীয় নাগরিক পার্টির গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারা, উপধারা, শব্দ, শব্দবন্ধ বা নীতির ব্যাখ্যা দেওয়ার একমাত্র কর্তৃত্ব পলিটিকাল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭.২.২. কোনো ধারা বা বিধির প্রয়োগ নিয়ে বিভ্রান্তি, দ্ব্যর্থতা বা মতানৈক্য দেখা দিলে পলিটিকাল কাউন্সিল সেই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং তা পার্টির সকল স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় হবে।

৭.২.৩. পলিটিকাল কাউন্সিলের ব্যাখ্যা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, যা পরবর্তীতে কোনো ফোরামে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

৭.২.৪. প্রয়োজনে পলিটিকাল কাউন্সিল ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ নির্দেশিকাও জারি করতে পারবে, যাতে পার্টির শাখা ও অধীনস্ত কমিটিগুলো সঠিকভাবে তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

৭.৩. আহ্বায়ক কমিটি

৭.৩.১. বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন-পার্টির নতুন যাত্রা, পুনর্গঠন, শূন্যতা বা সাংগঠনিক স্থবিরতা দূরীকরণের জন্য-একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৭.৩.২. আহ্বায়ক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত পলিটিকাল কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কার্যকর হবে এবং এতে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য থাকতে পারবেন।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৭.৩.৩. আহ্বায়ক কমিটির মূল দায়িত্বসমূহ:

৭.৩.৩.১. সংগঠনকে পুনর্গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ ও কাঠামো নির্ধারণ।

৭.৩.৩.২. সদস্য সংগ্রহ, অন্তর্ভুক্তি ও ডাটাবেইস প্রস্তুতি।

৭.৩.৩.৩. সময়সীমা নির্ধারণ করে জাতীয় কাউন্সিল আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭.৩.৩.৪. প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের তদারকি।

৭.৩.৩.৫. শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দলীয় কার্যক্রম সচল রাখা।

৭.৩.৪. আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ছয় (৬) মাস। তবে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে পলিটিকাল কাউন্সিল একবারের জন্য অতিরিক্ত তিন (৩) মাস মেয়াদ বাড়াতে পারবে।

৭.৩.৫. আহ্বায়ক কমিটির অধীনে কোনো নির্বাচিত কমিটি থাকবে না; তবে এটি অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে জেলা, উপজেলা বা অন্যান্য শাখা কমিটি অনুমোদন দিতে পারবে।

৭.৩.৬. আহ্বায়ক কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে এবং সকল দায়িত্ব নবনির্বাচিত কমিটির কাছে হস্তান্তর করবে।

৭.৩.৭. আহ্বায়ক কমিটি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পলিটিকাল কাউন্সিল তার পরিবর্তে নতুন আহ্বায়ক কমিটি মনোনীত করতে পারবে।

৭.৪. প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটি

৭.৪.১. প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটি হবে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রাথমিক সাংগঠনিক কাঠামোর মূল ভিত্তি ও নীতিনির্ধারক ফোরাম, যার উদ্দেশ্য হবে দলের গঠনতন্ত্র অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তার, কাঠামোগত স্থিতিশীলতা ও আদর্শিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ।

৭.৪.২. এই কমিটির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, যাকে বলা হবে প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপায়ণ পর্ব।

৭.৪.৩. এই মেয়াদের মধ্যে দল জাতীয়ভাবে সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, সদস্য সংগ্রহ, আঞ্চলিক ইউনিট গঠন, নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্তর্বর্তী কাউন্সিল প্রস্তুত করবে।

৭.৪.৪. প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যগণ দলের নীতি, গঠন ও বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করায় তাঁদেরকে দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany

৭.৪.৫. কমিটির সক্রিয় সদস্যরা পরবর্তী তিনটি ন্যাশনাল কাউন্সিল মেয়াদে স্বতঃসিদ্ধভাবে (ex officio) ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

৭.৪.৬. কোনো সদস্য শৃঙ্খলাভঙ্গ বা দলবিরোধী কার্যক্রমে দোষী সাব্যস্ত হলে, তাঁর এই স্বতঃসিদ্ধ সদস্যপদ বাতিলযোগ্য হবে।

৭.৪.৭. প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক হবেন দলীয় সর্বোচ্চ নির্বাহী ও নীতিনির্ধারক, যিনি দলের সর্বস্তরের কার্যক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন।

৭.৪.৮. আহ্বায়ক প্রয়োজনবোধে যে কোনো সাংগঠনিক, প্রশাসনিক, নীতিগত বা সাংবিধানিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

৭.৪.৯. তিনি তাঁর বিবেচনায় পলিটিকাল কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও ২০২৫ কমিটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করতে পারবেন।

৭.৪.১০. আহ্বায়ক যাকে যেভাবে দায়িত্ব প্রদান করবেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ইউনিট তা পালনে বাধ্য থাকবে।

৭.৪.১১. সাংগঠনিক প্রয়োজন অনুসারে আহ্বায়ক অস্থায়ীভাবে নীতিমালা, আচরণবিধি বা আদেশ জারি করতে পারবেন, যা পরবর্তী কাউন্সিলে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হবে।

৭.৪.১২. আহ্বায়ক দলের সর্বোচ্চ আদর্শিক ও কৌশলগত দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবেন এবং দলীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জনআস্থার প্রতীক হবেন।

৭.৪.১৩. দুই বছর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে আহ্বায়ক কমিটি একটি বিশদ সাংগঠনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে, যা পরবর্তী ন্যাশনাল কাউন্সিলে পেশ করা হবে।

৭.৪.১৪. ন্যাশনাল কাউন্সিল এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নির্বাচন, সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু করবে।

© NCP Diaspora Alliance Germany